সন্তুষ্টি লাভ করেন না। ব্রাহ্মণমুখে আহুতি দানের এইপ্রকার মহিমা শ্রবণ করিয়াও যেমন কর্মাধিকারীগণ পূর্বে উক্ত "অগ্নিহোতাদিনা যজেৎ"_ এই বিধি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, এস্থানেও সেইপ্রকার ভক্তি-অধিকারী বৈষ্ণব সংসঙ্গের মহিমা অতিশয় প্রবণ করিয়া নিত্যবিধি একাদশ্যাদি ব্রভ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নয়। ভক্তিতে অধিকারীর পক্ষেও যেমন "মন্তক্তপূজাভাধিকা" অর্থাং আমার পূজা হইতেও আমার ভক্তের পূজা অধিক ১১৷১১ অধ্যায়ে উক্ত ভক্তপূজার আধিক্য প্রবণ করিয়াও দীক্ষা গ্রহণের পর নিত্যবিধিরূপে প্রাপ্ত ভগবংপূজা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নয়, এই স্থানেও সেইরূপই বুঝিতে হইবে। অতএব "বড় ভির্মাসোপবাসৈত্ত यरकलः পরিকীত্তিত:। বিষ্ণোনৈ বেদ্যসিক্থেন তৎকলং ভুঞ্জতাং কলৌ॥" ছয়মাস উপবাসে শাস্ত্রে যে ফল কীর্ত্তিত আছেন, বিফুকে নিবেদিত অন্ন ভোজনে কলিকালে সেই ফলই লাভ করিয়া থাকে—ইত্যাদি প্রশংসা-বাক্য শ্রীএকাদশী প্রভৃতি ব্রতের বাধক হইতে পারে না। কেহ মনে করিতে পারেন—একাদশী প্রভৃতি ব্রতের যখন মহাফলপ্রদান সামর্থ্যের কথা শুনা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল ব্রত কেমন করিয়া নিত্যবিধি হইতে পারে ? যেহেতু ফলশ্রুতি থাকাতে একাদশী প্রভৃতি ব্রতের কাম্যত্বই বুঝায়। তাহারই উত্তরে বলিতেছেন—ঐ সকল ব্রতের নিত্যত্বথাকিলেও আরুসঙ্গিক-ভাবে মহাফলপ্রদান সামর্থ্যের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ফলপ্রাপ্তি উদ্দেশ্যে রোপিত বৃক্ষ হইতে ছায়া ও পত্রাদি লাভ করিতে পারা যায়, এস্থলেও তেমনি বুঝিতে হইবে। ইহারই নাম আনুসঙ্গিক ফলপ্রাপ্তি। অতএব, একাদশ্যাদি ব্রতের নিত্যত্ব রক্ষার জন্মও সেই সকল বৈফব্রত অবশ্যই করা কর্ত্তব্য—এই সিদ্ধান্তই সমীচীন। একাদশ্যাদি বৈষ্ণবন্ততের নিত্যত্ব সম্বন্ধে অর্চ্চনপ্রসঙ্গে কিছু দেখান হইবে। অতএব, ১১।১০ অধ্যায়ে "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্"—ইত্যাদি শ্লোক শ্রীধরস্বামীপাদকৃত টীকায় বিদ্যৈকাদশী করা, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী না করা, ঐভিগবানে অনপিত বস্ত দারা শ্রদাদি করা প্রভৃতি যে সকল ভক্তিবিরুদ্ধ ধর্ম, তাহা সম্যগ্রুপে ত্যাগ করিয়া যে জন আমাকে ভজন করে—এই প্রকার করিয়াছেন। ৯৷২৪ শ্লোকে শ্রীভীম্ম-যুধিষ্ঠির প্রথমস্বন্ধে "শ্রীধর্মান্ ভগবদ্ধার্মান সমাসব্যাসযোগতঃ"—এই শ্লোকে ভগবদ্ধর্ম ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামীপাদ বলেন—''ভগবদ্ধৰ্মান্ হরিতোষনান্ দ্বাদশ্যাদিনিয়মরূপান্"। শ্রীহরিসন্তোষহেতু দ্বাদশীত্রত নিয়ম প্রভৃতি ভগবদ্ধর্ম। তৃতীয়ঙ্কন্ধে ৩।১।১৮ ব্রতানি চেরে হরিতোষণাণি" সেই স্থানেও